নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের (কলা) পিএইচ.ডি উপাধির জন্য

প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

গবেষক : দেবলীনা পাল

পিএইচ.ডি রেজিস্ট্রেশন নম্বর : F.I.NO :247/13/ARTS

তারিখ : 25/07/2013

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপিকা ড. গোপা দত্ত

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ

২০২১

ভূমিকা

'নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভের মুখ্য অভিমুখ বিবর্তমান সমাজ ও আইনের অনুশাসনের প্রেক্ষিতে নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন চরিত্রদের কিভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। পাশ্চাত্যে প্রচলিত প্রতিবন্ধকতা-সংক্রান্ত-পাঠ (Disability Studies) সমাজ-আইন-ইতিহাস-অর্থনীতি সমস্ত কিছুর মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক বজায় রেখে জাতি-বর্ণ-লিঙ্গ ভেদে অক্ষম মানুষদের চাহিদা জানা এবং সে সংক্রান্ত অগ্রসরমানতার কাজ করে। আমাদের গবেষণাকাজটি নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্য, সমসাময়িক বিভিন্ন আইনী অনুশাসন, দেশবিদেশের মিথ-পুরাণ-মহাকাব্য এবং ধর্মক্ষেত্রের মতাদর্শ, প্রাক্ আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণকারী, তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভর এবং তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণে হয়েছে। এ গবেষণাকাজে প্রথম আগ্রহ জাগায় হেলেন কেলার এবং স্টিফেন হকিং-এর অনুপ্রেরণাকারী জীবন এবং আদি তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ড. দীপান্বিতা ঘোষের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Special Education & HEPSN Cell-এর মার্চ,২০১৩ এর International Research Journal "Persons with special Needs and Rehabilitation Management (Vol-I, ISSN: 2321-9254) এ প্রকাশিত 'পুরাণ ও সাহিত্যে অক্ষম প্রতিস্পর্ধী চরিত্রেরা' প্রবন্ধটি। আমাদের কাজের মূল লক্ষ্য নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত প্রতিবন্ধী চরিত্রদের কালান্তরে অবস্থান।

প্রথম অধ্যায়:

প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ ও প্রকৃতি

প্রতিবন্ধী শব্দটি দ্বারা সমাজ-পরিবেশ সেই মানুষদের সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছে, যারা তাদের শারীরিক বা মানসিক বিশেষ কিছু সমস্যার জন্য আর পাঁচজন স্বাভাবিক মানুষের মতো দৈনন্দিন জীবনযাপনে ব্যাহত হন।

তাত্ত্বিক আলোচনা মূলত: দুটি ভিত্তিতে করা হয়েছে,-

i) প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ- আংশিক বা পূর্ণ ; শারীরিক, মানসিক ; সূত্রপাতভিত্তিক, অঙ্গসংক্রান্ত, মাত্রানুযায়ী এই ভিত্তিতে প্রতিবন্ধকতা এক প্রকার বা বহুবিধ হতে পারে।

ii) প্রতিবন্ধকতার কারণ- শিশুর জন্মের পূর্বে মায়ের শারীরিক ত্রুটি, অপুষ্টি, অসুখ, ওষুধ প্রয়োগ যেমন প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম দেয়, তেমনি আবার অনেক জিনগত কারণ বা নিকটাত্মীয়ের

মধ্যে বিবাহের সন্তানও প্রতিবন্ধী হয়। একটি শিশু জন্মানোর সময় অপ্রশিক্ষিত ব্যবস্থাপনা, পরবর্তী পরিচর্যা, প্রয়োজনীয় টীকাকরণের অভাবেও প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে। এছাড়া জীবনে চলার পথে যেকোনো পর্যায়ে, যেকোনো বয়সে যে কোনো অসুখ বা দুর্ঘটনাও প্রতিবন্ধকতা ডেকে আনে।

অনেকসময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নত প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতাকে এখন জয় করা সম্ভব হচ্ছে। সমাজ তাই এখন 'প্রতিবন্ধী' শব্দটির পরিবর্তে 'Differently abled' বা 'বিশেষভাবে সক্ষম' এই নামে চিহ্নিত করতে চাইছে এই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের।

মনস্তত্ত্ববিদ 'Barbe' 'প্রতিবন্ধী' শব্দটির পরিবর্তে 'ব্যতিক্রমধর্মী' শব্দ প্রয়োগের পক্ষপাতী। সাধারণ মানুষের গড় সক্ষমতার তুলনায় কম বা বেশী সক্ষমতাসম্পন্ন এই বিশেষ মানুষদের তিনি ব্যাহত (impairment), অক্ষমতা (disability) এবং প্রতিবন্ধী (handicapped) এই তিনটি শ্রেণীভুক্ত করেছেন। সক্ষমতার মাপ অনুযায়ী প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন স্তরায়ন রয়েছে। আইনী সংস্থা দ্বারা এ মাপ নির্ধারিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

মিথ পুরাণ মহাকাব্য : নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্রে প্রয়োগ ও পরম্পরা

মিথ ও পুরাণ শব্দদুটি অনেকসময় প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হলেও আসলে পুরাণ হল ইতিহাস বা ঘটনা এবং মিথ ইতিহাস বা ঘটনা বা চরিত্রকেন্দ্রিক মানবমনের অন্তরে প্রোথিত কিছু ধারণা বা ভাবনা। আরও পরবর্তীকালে পুরাণ-কাহিনিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল প্রাচীন মহাকাব্য। বিভিন্ন দেশ-বিদেশের মিথ-পুরাণ সাহিত্যে তৎকালীন সমাজে প্রতিবন্ধী মানুষদের জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। স্পার্টায় প্রতিবন্ধী শিশুকে নগরের বাইরে ফেলে দেওয়া হত, মহাভারতে আবার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজকর্মে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রতিবন্ধী মানুষদের ব্যবহার করার রীতি। হিন্দু পুরাণ এবং মহাকাব্যে দেখি প্রতিবন্ধকতার জন্য মিশ্র প্রতিক্রিয়া। ইসলাম ইহুদী ও বৌদ্ধ ধর্মে প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীলতা ও উদারতার কথা বলা হয়েছে, যদিও প্রতিবন্ধকতাকে নিজের বা পিতামাতার পাপজাত বলে গণ্য করা হয়েছে।

বাংলা কথাসাহিত্যে নির্বাচিত প্রতিবন্ধী চরিত্রদের মিথ পুরাণ মহাকাব্যের ছায়ায় উত্তরণে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়:

প্রাক আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র

প্রাচীন বাংলার চর্যাপদের যুগে মূক-বধির গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সংযোগ-সাধন ইতিবাচক সমাজ মানসিকতার ইঙ্গিত দেয়। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে পুরুষের নপুংসকতাসহ বহুবিধ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা নারীর মর্মদাহের কারণ হয়েছিল এবং কামবাসনা চরিতার্থ না হওয়ায় নারীর পরগামিতার উল্লেখও রয়েছে। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নারীদের সমাজের চোখে হেয় হবার চিত্র রয়েছে বড়ায়ি এবং মনসায়।

চতুর্থ অধ্যায়:

সময় বিবর্তনের কালপর্বে নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র

বাংলা কথাসাহিত্যের সূচনা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। এই সুবিপুল সময়ের ঘটনার অভিঘাত সমাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। সময় এবং সমাজপ্রেক্ষিত অনুসারে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটেছে। ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বার উন্মুক্ত হল যেমন, তেমনি ইংরেজের ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতিবাদে সম্মিলিত ভারতবাসীর গর্জে ওঠা স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত দেশবাসীদের বহু আন্দোলন-বিক্ষোভের সাক্ষী করল। একরাশ স্বপ্ন নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসা স্বাধীনতা এরপর সূচিত করল স্বপ্নভঙ্গের-দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, দেশব্যাপী রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ বিশ্বায়নের যুগের মানবিকতাহীনতা, মূল্যবোধহীন, বিশ্বাসহীনতা, সম্পর্কহীনতায় দ্বিধাদীর্ণ হল। পরিবর্তিত সমাজপ্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের প্রতি মনোভাবও পরিবর্তিত হতে লাগল। মূক ও বধিরদের জন্য পরিবারের মানুষদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার উন্নতি, পায়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষদের জন্য ক্র্যাচের ব্যবস্থা, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষদের প্রতি সমাজের অচ্ছ্যুত দৃষ্টিভঙ্গিতে উদারতা এবং কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষদের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, উন্মাদরোগগ্রস্ত মানুষদের চিকিৎসার প্রচেষ্টা এগুলি সবই সম্ভবপর হয়েছে সময়ের ক্রমঅগ্রসরতায়।

পঞ্চম অধ্যায়:

আইনের অনুশাসনের কালান্তর ও নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র

সমাজে মানুষদের অধিকার সুনিশ্চিতকরণ করা হয় রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন আইনের অনুশাসন দ্বারা। যুগে যুগে মানুষ এবং মানুষের স্বার্থে অনুশাসনগুলির পরিবর্তন -পরিমার্জন-পরিবর্ধন ঘটেছে। খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (দ্বাপরযুগে?) 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'-এর উপর রচিত বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা' টীকার ২৭ সংখ্যক শ্লোক এবং খ্রীষ্টিয় একাদশ শতকে জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' গ্রন্থে লিখিত তার টীকায় এবং মনুসংহিতায় পুং বা স্ত্রী চিহ্ন বর্জিত তৃতীয়া প্রকৃতিকে ক্লীব বলে লিঙ্গগত প্রতিবন্ধী হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও, LGBT Rights in India (2018, 6 Sept) দ্বারা এই তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা ভিন্নতর যৌনচাহিদাসম্পন্ন মানুষ হিসাবে সমাজে স্বীকৃতি পায়, এই তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা আর প্রতিবন্ধী পর্যায়ভুক্ত নন। জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' গ্রন্থে জীমূতবাহনের উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা যায় সমস্ত প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বাদ দেবার কথা বলা হয়েছে, কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের নিরাপত্তাটুকু তারা পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভ করবে। ১৯২৮এর India Act XII- এ পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারে প্রতিবন্ধীদেরও স্বীকৃতি জানান হয়।

এই আইনগুলির দ্বারা প্রতিবন্ধী মানুষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, জীবিকা সমস্ত কিছুর অধিকার প্রতিষ্ঠার দ্বারা সমাজে তাদের সামনের সারিতে আনার প্রচেষ্টা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। অ্যাসিড আক্রান্ত এবং অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিদের আইনের অনুশাসন দ্বারা অধিকার সুরক্ষিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়:

নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র : চরিত্রকেন্দ্রিক আলোচনা

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। কথাসাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তার চরিত্র। বাংলা কথাসাহিত্যের সুবিস্তৃত পরিসরের চরিত্রগুলিকে আলোচনার জন্য অধ্যায়টিকে প্রতিবন্ধকতার প্রকৃতি অনুযায়ী উপ-অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম দৃষ্টিহীন চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের রজনীর ('রজনী') মধ্যে কিশোরীর প্রথম প্রেমের পরিস্ফুটন প্রকাশিত। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কুমুদিনী ('দৃষ্টিদান')-র ক্রম অন্ধত্ব তার অনুভববেদ্যতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনদিদি ('পুতুলনাচের ইতিকথা')-র মধ্যে রয়েছে মাতৃস্নেহ বুভুক্ষা। অন্ধ পিতা সনাতন ('অন্ধ': মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) তার অন্ধত্বকে হাতিয়ার করে বাংলার সমস্ত কন্যাদায়গ্রস্ত

অসহায় পিতাদের হয়ে মেয়ের উপর হওয়া শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের বদলা নিয়েছে। হামিদা ('সুন্দরম্': সুবোধ ঘোষ) মা হলেও জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার তীব্র লড়াইয়ে আদিমতম প্রবৃত্তিই তার মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে। সোমেন চন্দের 'সংকেত' গল্পে অন্ধ দশরথ আগামীর বার্তা পূর্বাভাষ করেছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'-এ যামিনীর অন্ধ মা গ্রামবাংলার হতদরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত অসহায় মার প্রতিনিধি। বিমল করের 'জননী' ছোটগল্পের দীনেন্দ্র-র মধ্যে মাতৃমূর্তির বিনির্মাণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সত্তরের দশকের মূর্তিভাঙার রাজনীতি।

মূক এবং বধির মানুষরা সমাজের চোখে কৃপার পাত্র। আধুনিক শিক্ষিত শহুরে নাগরিকের ব্যঙ্গোক্তির কষ্ট পায়নি সরাসরি, শুনতে পায় না বলে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে রবীন্দ্রনাথের সুভার ('সুভা') বিয়ে পর বিড়ম্বিত জীবন শ্বশুরবাড়ির লোকেদের অমানবিকতায়, সেখানে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নিরুপমা দেবীর শ্যামলী ('শ্যামলী') স্বামীর শিক্ষিত সহৃদয় মানসিকতায় উন্নত জীবনযাপন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র হাবা-গোবা বগলী তৎকালীন সময়ের প্রতিনিধি। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গণশা ('বরযাত্রী') হাস্যরসাত্মক গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র তোতলা হলেও সবথেকে বুদ্ধিমান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসের সুচাঁদ বুড়ী বদ্ধ কালা হলেও উপকথার ধারক, বাহক ও কথক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপর দুই চরিত্র ফুলবানু ('পেরানটা') ও রাজেনের বৌ ('গায়েন') সমকালীন পরিস্থিতিতে নারীর অসহায়তার প্রতীক। রামায়ণের আদলে লিখিত সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানসের' বৌকা বাওয়া একটিও কথা না বলে দৃপ্ত উপস্থিতিতে ঢোঁড়াই-এর জীবনপথ গড়ে দিয়েছিল। বাংলাদেশী কথাসাহিত্যে শওকত ওসমানের 'ক্রিতদাসের হাসি' উপন্যাসে তাতারীর সাময়িক মূকত্ব রূপকের আড়ালে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'গাছ' গল্পেও দেখেছি দেশভাগের প্রেক্ষাপটে মূক গঙ্গামণির সঙ্গে গাছের বিবাহ অনুজার বিবাহপথ সুপ্রশস্ত করতে এবং সেই গাছের সঙ্গে গঙ্গামণির প্রেম। একবিংশ শতাব্দীতে রমাপদ চৌধুরীর 'পশ্চাৎপট' উপন্যাসের মূক ও বধির দম্পতি সুশান্ত-জুঁই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠল। একদিকে দুজনই একই প্রতিবন্ধকতার শিকার, অপরদিকে তাদের পরিবারের সহৃদয়তায় আধুনিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনযাপনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সুশান্ত-জুঁই।

কুষ্ঠ আগে ছোঁয়াচে ছিল এবং নিরাময় হত না। মানুষ মারাও যেত। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসায় কুষ্ঠ সেরে যায়, কিন্তু অঙ্গহানি ঘটিয়ে প্রতিবন্ধকতা আনতে পারে। আধুনিক চিকিৎসায় প্রমাণিত যে কুষ্ঠ ছোঁয়াচে নয়, কিন্তু তবুও মানুষের মন থেকে এ নিয়ে সংশয় দূর হয়নি। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি সহৃদয় আচরণ অনেকসময় মানসিক আতঙ্কে সম্পর্ক হানি ঘটায়। এরই মর্মান্তিক চিত্র রয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পের কুষ্ঠরোগাক্রান্ত যতীনের আচরণে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেও মানসিক

দোলাচলতা সংশয় ভয়ঙ্কর পরিণাম ডেকে আনছে, যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। তবে নিম্নবৃত্তীয় সমাজ, যাদের নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা নেই, তাদের পারিবারিক জীবনে কুষ্ঠব্যাধি ভয়ঙ্কর প্রভাব বিস্তার করেনি, বরং অনেকসময় তারা জীবিকার প্রয়োজনে তা আত্মস্বার্থচরিতার্থতায় অসাধারণ মুন্সিয়ানায় প্রয়োগ করেছে। এর চিত্র রয়েছে সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্'-এর হাবু বোষ্টম এবং নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা'র পথবাসীর চরিত্রের যার সূচনা সমরেশ বসুর 'শাম্ব' এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ' উপন্যাসে তার প্রতিষ্ঠিতরূপ চিত্রিত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'রাজসিংহ' উপন্যাসে মানিকলাল চরিত্রে দেখালেন কি অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ততায় নিজের প্রতিবন্ধকতাকে কাজে লাগানো যায়। মানিকলাল তার হাতের একটা আঙ্গুল কেটে ফেলায় স্বাভাবিক জীবনযাপনে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল তো বটেই, তবে বুদ্ধির চাতুর্যে সেই কাটা আঙ্গুলের উপর কৃত্রিম আঙ্গুল তৈরি করে শত্রুদের আরও বেশি অসুবিধার মধ্যে ফেলেছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে ভিখু ডাকাতের পুরানো জখম থেকে হাতটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায়ও থেমে থাকেনি জীবনপথে, এক রিরংসাপ্রবৃত্তি প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে তার মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিমল করের 'দেওয়াল' উপন্যাসে সুচারুর যুদ্ধে একটা হাত চলে যায়। মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন কতটা সংকটাপন্ন হয় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে তার নিদর্শন সুচারু। প্রতিবন্ধী শিশুর মধ্যেকার সুকোমল বৃত্তিগুলি পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাবে, পারিবারিক অবহেলায় বিপথে নিয়ে যায় বয়:সন্ধিকালের বাচ্চাদের, এরই চিত্র রয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গজেন ('তারপর?') চরিত্রে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিল্পী' গল্পে মদনের মাসির মাধ্যমে দেখালেন বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতেও পারিবারিক সহযোগিতা, দু:সময় কাটিয়ে ওঠা যায়। অঙ্গহীনতা নিয়ে সমাজের উপহাসকে হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে, ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র কলকাটা। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জটায়ু পাখির মিথ প্রয়োগে দেখালেন দুর্ঘটনায় দুইহাত খোয়ানো নিত্যচরণরা ('জটায়ু') আজও সীতা-দুর্গাদের রক্ষা করে যায়।

এই উপঅধ্যায়টিতে আলোচনা করেছি হস্তসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের নিয়ে। গমন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের আলোচনা প্রসঙ্গে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ-সিরিজের ফণিভূষণ ('অর্থমনর্থম্')-ই মূল হত্যাকারী এবং গল্পের শেষে আত্মহত্যাকারী। ফণিভূষণ অপরাধী হলেও তার অপরাধ প্রবণতার পিছনে ক্রিয়া করেছে তার খঞ্জত্বজনিত অপারগতা, বঞ্চনা, না পাওয়াগুলি থেকে জাত আক্রোশ। 'নারী ও নাগিনী' গল্পে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খোঁড়া শেখ চরিত্রে আদিমতম প্রবৃত্তির বিকৃত রূপ দেখালেন খোঁড়া ও সাপিনীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় ভূতো ('পুতুলনাচের ইতিকথা') নিষ্ঠুর নিয়তিবাদ, মোহন ('পুতুলনাচের ইতিকথা') ধুরন্ধর মানুষদের স্বার্থচরিতার্থতায় খঞ্জত্বের ব্যবহার, মালা ('পদ্মানদীর মাঝি')

archetypal সৌন্দর্যলক্ষ্মী রূপে, নাটুক ('নব আলপনা') নিদারুণ দারিদ্র্যের অসহায়তা, ফুলি ('ভয়ঙ্কর'), দাদাবৌদিদির সংসারে বাপ-মাহীনা খোঁড়া মেয়ের অবস্থান, অবলা ('লেভেল ক্রসিং') পঙ্গু নারীর শক্ত হাতে সংসারের রাশ ধরা, যাকে পূর্বজ মালার সংশোধিত রূপ বলা যায়, বিভা ('মীমাংসা') চারিত্রিক দৃঢ়তায় এবং অবশ্যই পৈতৃক সম্পত্তির জোরে খোঁড়া নারীর পঙ্গুত্বকে মানসিক দৃঢ়তায় উত্তীর্ণ হওয়ার চিত্রায়ণ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় বসন্তের বিবাহপূর্ববর্তী সন্তানের পিতৃত্বের দায়িত্ব বর্তেছিল সমাজপতিরা খোঁড়া কাহারের উপর। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে ফুলঝরিয়া, চখুরী, রামিয়ার বাবা সবাই সামাজিক রীতি-নীতি-সংস্কারের প্রতিনিধিত্ব করেছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী স্বপ্নভঙ্গ যুগের বিভিন্ন আন্দোলন দারিদ্র্য মধ্যবিত্তের সংকট ও রোম্যান্টিকতা পরিস্ফুটিত হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সামনে চামেলি'র কথক চরিত্রে।

সামাজিক রীতি-নীতি, সংস্কার-কুসংস্কার এবং পুরুষতান্ত্রিকতার যূপকাষ্ঠে মেয়েদের সবসময়ই বলিপ্রদত্ত হতে হয়। সতীদাহ-এর জ্বলন্ত চিতা থেকে উঠে এসে তাদের জীবনের লড়াই চালাতে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহামায়া ('মহামায়া') তারই প্রতিনিধি। এই লড়াই চালানোয় জিতে গিয়ে সুস্থ জীবনযাপনের পথে অ্যাসিড আক্রমণের শিকার হতে হয়। উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থায় প্লাস্টিক সার্জারি করে কুরূপতা দূর করা গেলেও নারী ও সমাজে অন্তর্দাহ ক্ষত রয়েই যায়। বাণী বসুর অমৃতা ('অমৃতা')-য় এ ছবি ফুটে উঠেছে। ফণীশ্বর রেণুর ফাতিমা ('দাহ') অবশ্যই অ্যাসিড আক্রান্ত হবার পরও অসাধারণ তেজোদৃপ্ত চরিত্র।

কিছু দুরারোগ্য রোগ আর্থিক অনটনের কারণে রূপবিকৃতি ঘটায়। তাতে রোগিনীর মৃত্যু হলেও স্বামীর সহৃদয়তা এই স্বার্থপর সময়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজপ্রেক্ষিতে নি:সন্দেহে ভিন্নতার দাবি রাখে যেমন বনফুলের 'তাজমহল' গল্পের দরিদ্র বৃদ্ধ ভিখারী শাহজাহানের বেগম। তবে চিকিৎসাশাস্ত্রের এখন কিছুক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা এবং মানুষের নিজের কুরূপতা জিনগত কারণে সন্তানের মধ্যে বর্তানো মেনে না নেওয়া মানসিক হীনতার স্মারক। যেমন বিমল করের 'জননী' গল্পে অনুপমার ছেলে এবং নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' উপন্যাসে অরুণাংশু।

উচ্চতার খর্বত্ব তথা বামন মানুষরা নারীদের তুলনায় সমাজের চোখে পুরুষই বেশি হাস্যাস্পদ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'খাখ্' এর ভোম্‌রা এবং বিমল করের 'দেওয়াল'-এর উমার কথা।

কুষ্ঠের মত শ্বেতীরোগ নিয়েও মানুষের মনে কুসংস্কার রয়েছে তার উদাহরণ রয়েছে একবিংশ শতাব্দীর প্রদীপ রায়গুপ্তর 'প্রজাপতির আকাশ' গল্পে অরুণ চরিত্রে ।

প্রদীপ রায়গুপ্তর 'ছায়াবাগানের জুঁই' গ্রন্থের (২০০৯) 'সমান্তর' গল্পে সুতপার মত ডাক্তার নিজের সন্তানের প্রতিবন্ধকতায় লজ্জিত।সেখানে লালতিরা সত্যকে কত সহজে মেনে নেয়।শহুরে মানুষের আত্মিক সংকট প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে স্প্যাস্টিক রাপ্তির উপস্থিতিতে।

ভারতের পটভূমিকায় মানুষের শরীরে রেডিওঅ্যাকটিভিটির মারাত্মক প্রভাব আসলে একবিংশ শতাব্দীতেও অর্থনীতি দ্বারা সমাজ পরিকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করার একটা ছবি প্রদীপ রায়গুপ্তর 'ছায়াবাগানের জুঁই' গ্রন্থের (২০০৯) 'সমান্তর' গল্প ।কলোনিয়াল লেগাসির নির্মম চিত্র ফুটে উঠেছে চরিত্রগুলির মাধ্যমে।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের আলোচনায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের ছবি রয়েছে বাংলা কথাসাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণে'র পাগল মেহের আলি নিজে প্রতারিত হয়ে অন্যদের সাবধান করে যায়। নারীর প্রতি হিংসা, সংসারে নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখা এবং ক্রোধ মানুষকে পাগল করে দেয়। এরই প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীরপত্র' গল্পে বিন্দুর শাশুড়ী। আর মায়ের মানসিক অস্থিরতা এবং ক্রোধের ফলে তার ছেলেটা অর্থাৎ বিন্দুর স্বামীও পাগল। যামিনী কবিরাজ ও সেনদিদির ('পুতুলনাচের ইতিকথা': মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) খ্যাতির মোহে স্বেচ্ছামৃত্যুবরণ মানসিক রোগগ্রস্ততারই পরিচায়ক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' গল্পে ভুবন ও তার বাবা 'তারপর?' গল্পে হাবো জিনগত কারণে রোগাক্রান্ত হয়ে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতার শিকার। 'মহাকালের জটার জট' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) গল্পে সুচিত্রার উন্মাদগ্রস্ততা আসলে অবদমিত যৌনকামনার বিকৃত প্রকাশ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'তিরোলের বালা'-র পূর্ণিমার পাগলামির চিকিৎসায় অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অবস্থান দেখান। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসে পাগল বাস্তব বুদ্ধির প্রাখর্যে জীবনের জঙ্গমতার প্রতীক। গৌরকিশোর ঘোষের 'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসে শীতলের উন্মাদরোগগ্রস্ত স্ত্রী ক্ষয়িষ্ণু বর্ধিষ্ণু পরিবারের অসহায়তার জীবন্ত প্রতীক। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে মণীন্দ্রনাথ ভৌমিক বিদেশিনীর প্রেমে পাগল হয়ে যায়। তার উপর রয়েছে তার দেশভাগের যন্ত্রণা। প্রতিবেশী কথাসাহিত্যিক উর্দু লেখক সাদাত সিং মন্টোর 'টোবা টেক সিং' গল্পে বিশন সিং সহ পাগলাগারদের সমস্ত পাগলদের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে উন্মাদরোগগ্রস্ত মানুষদের উপর দেশভাগের যন্ত্রণা কত মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলেছিল। মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকারে'র শিবন মেথর পাগল হয়ে গিয়ে লেখিকার হয়ে সত্যোচ্চারণ করেছিল, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'স্টীলের চঞ্চু' গল্পে মানসিক প্রতিবন্ধী দুই ভাইবোন রুণু ও রঞ্জনা আসলে স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজের স্বপ্নভঙ্গ, প্রজন্মগত ব্যবধানের ধ্বস্ত সময়ের প্রতিরূপ।

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের সমাজ আগে লিঙ্গগত প্রতিবন্ধী হিসাবে বলে থাকলেও বর্তমানে আইনের অনুশাসন দ্বারা সমাজে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তবে নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রতিমুহূর্তে তাদের সামাজিক বাধা পেরিয়ে যেতে হচ্ছে। সমাজ এখনও সম্পূর্ণ উদারতা দেখাতে পারেনি

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের প্রতি। এ উপঅধ্যায়ে নির্বাচিত কথাসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষুধিত পাষাণে’র কাফ্রি খোজা, জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘আরাবল্লীর আড়ালে’র খুশনজরজী, তারাশঙ্করের নসুবালা, কমলকুমার মজুমদারের ‘মতিলাল পাদরী’র বদন, কমল চক্রবর্তীর ‘ব্রহ্মভার্গব পুরাণ’-এর কিম্পুরুষরা, সোমনাথ (মানবী) বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অন্তহীন অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা’র চরিত্ররা, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘হলদে গোলাপ’এর দুলালি পরিরা, নলিনী বেরার ‘অপৌরুষেয়’র আনন্দী।

সপ্তম অধ্যায়:

বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের ধারা ও নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র

শিশু-কিশোর সাহিত্য বললেই রূপকথা, উপকথা সব ইতিবাচক গল্পের কথা মনে ভাসে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ক্ষীরের পুতুলে’ দেখি অভাগী রানীর দাসী বোবা-কালা। সেই শিশু-কিশোর সাহিত্য লীলা মজুমদারের হাতে ভিন্নমাত্রা পেল। শিশুর সামনে সমস্ত খারাপ দিকগুলি প্রতিবন্ধকতাগুলি উপস্থাপিত করে শিশুর কাছে সততা, সহানুভূতি, দয়া, ক্ষমার মত সুকুমার বৃত্তিগুলির উন্মেষ ঘটিয়েছেন লীলা মজুমদার। অক্ষমতায় হেরে না গিয়ে, থেমে না থেকে চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়াবার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে এই লেখাগুলিতে। কিশোরসাহিত্যের অন্যতম আকর্ষণীয় গোয়েন্দা চরিত্র কাকাবাবু ক্র্যাচ নিয়েই দুর্ধর্ষ অভিযান করে রহস্যের কিনারা করেছে।

অষ্টম অধ্যায়:

কৌতুকরসাশ্রিত সাহিত্যধারা ও নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র

হাস্যরসসৃষ্টি তথা কৌতূকের মূল অবলম্বনই হল অসঙ্গতি। প্রতিবন্ধী মানুষদের আচরণ শারীরিক বা মানসিক কারণে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষদের মত নয়, ত্রুটিপূর্ণ-অসঙ্গতিময়। এই জন্য সাধারণের কাছে প্রতিবন্ধী মানুষরা হাসির খোরাক। সাহিত্যক্ষেত্রে এই হাসির পরিবেশ সৃষ্টিকারী মানুষকে অসম্ভব বুদ্ধিমান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাদের মধ্যে অগ্রণী।

নবম অধ্যায়:

প্রতিবন্ধকতা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি : নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র

শারীরিক তথা কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মানসিক প্রতিবন্ধকতা উত্তরণ সম্ভব ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা। এক ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সক্ষমতাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক ইন্দ্রিয়গত দুর্বলতা উত্তরণ সম্ভব হয় ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের তৎপরতায়। দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী মানুষদের ঘ্রাণশক্তি প্রবল হয় এবং তাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ও সুতীব্র হয়। জন্মান্ধ ছাড়া যে সমস্ত মানুষের চোখের জ্যোতি ক্রম-অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে, তাদের কাছে পরিচিত জগৎ অন্ধত্বের পর কিছুদিনের অভ্যাসে আবার পরিচিত হয়ে যায়। এই বিশেষ সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েই ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়াশুনা সম্ভবপর হচ্ছে দৃষ্টিহীন মানুষদের কাছে।

মূক ও বধির মানুষরা হাতের সংকেত, স্পর্শ এবং ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে সংযোগসাধনের চেষ্টা করে।

বামন মানুষদের পেশীর খর্বত্ব জীবনযাপনে কিছু সমস্যার সৃষ্টি করলেও তা উত্তরণ করা সম্ভব মানসিক দৃঢ়তায়। ভগবান বিষ্ণু বামনাবতারে বলিরাজাকে দমন করেছিলেন। রূপবিকৃতি জনিত এবং অগ্নিদগ্ধ বা অ্যাসিড আক্রান্ত মানুষদেরও স্বাভাবিক জীবনযাপনে নিজস্ব অসুবিধার থেকেও বড় অসুবিধা হয় সামাজিক মানুষদের চোখে হীনন্মন্যতা। এদের মানসিক জোর বাড়ানোর জন্যই সমাজে আইনের অনুশাসন দ্বারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা বা সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে হয়েছে।

নপুংসক, হিজড়ে, সমকামী মানুষজন আগে প্রতিবন্ধী হিসাবে পরিচিত হলেও বর্তমানে তারা বিশেষ আইন বলে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হিসাবে সুস্থ স্বাভাবিক পর্যায়ভুক্ত।

প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে এসব মানুষরাও সংসারী; সংসারী হতে চাওয়া মানুষজন। পরিবার গঠনের চাহিদা মানুষের মধ্যে রয়েছে প্রথমাবস্থা থেকেই। গোষ্ঠীজীবন থেকেই সমাজজীবনের উদ্ভব। প্রতিবন্ধী মানুষদের সামাজিক অবস্থান, আইন দ্বারা সেই অবস্থা উন্নয়নের প্রচেষ্টার পাশাপাশি মানবিক দিক উন্মোচন সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত।

নিজের অক্ষমতা নিয়ে কুকথা শুনতে শুনতে প্রতিবন্ধী মানুষরা অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে। আবার দেখা যায়, মানুষের প্রতিবন্ধকতা প্রতি মুহূর্তে তার প্রতিশোধশপথ মনে করায়।

উপসংহার:

নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্রের বিবর্তিত অবস্থান সমসাময়িক সমাজ-আইনপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায়।

প্রতিবন্ধী মানুষদের সমাজে অবস্থান সময়ান্তরে পরিবর্তিত হয়েছে। উন্নত চিকিৎসাপদ্ধতি এবং আইনের অনুশাসন দ্বারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের সমাজের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা অনেকটাই ইতিবাচক হয়েছে। সমাজের সুস্থ স্বাভাবিক মানুষদের ভূমিকা আরোও বেশি সদর্থক হতে হবে প্রতিবন্ধীদের প্রতি এবং প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নকল্পে। সমাজে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমস্ত বৈষম্য দূর করা এখনও সম্ভবপর না হলেও, প্রতিবন্ধী মানুষরা এখন সমাজের প্রতি উৎপাদনশীলতায় অনেকটাই অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারছে। বাংলা কথাসাহিত্যের পরিসরে চরিত্রগুলির অন্তর্লোক উন্মোচনে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে তারই যথার্থ প্রতিফলন রয়েছে।

স্বল্প পরিসরের জন্য অনেক অনুসন্ধানের ক্ষেত্র রইল, এই গবেষণাকার্যের প্রয়াস পরবর্তীকালে বৃহত্তর গবেষণায় আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি করবে এই আশা রাখি।

দেবলীনা পাল
গবেষক
বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়